বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যানের মতবিনিময় ও পথসভা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মতবিনিময় ও পথসভা করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

রবিবার সন্ধায় সোনাপুর বাজার প্রাঙ্গনে তিনি সাধারন জনগনের সাথে মতবিনিময় করেন।

এ সময় আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসাবে জনগনের কাছে দোয়া চান তিনি।

এ সময় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ সভাপতিত্ব করেন।

পরে তিনি ভবেরপাড়া, মানিকনগর ও বল্লভপুর গ্রামে পথসভা করেন।

মানুষের পাশে থাকতে চান কাউন্সিলর প্রার্থী সুব্রত কুমার

মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সেবা করতে চান আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে সম্ভব্য কাউন্সিলর প্রার্থী সাংবাদিক সুব্রত কুমার। এ কারনে এলাকাবাসীর আশীর্বাদ ও সমর্থন নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর সভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভোট যুদ্ধে লড়তে চান তিনি। দীর্ঘ দিনের পুরাতন কোটচাঁদপুর পৌরসভায় ৯ টি ওয়ার্ড রয়েছে। অধিক মানুষের বসবাস এ ওয়ার্ডটি সব থেকে অবহেলিত।

তবে বেশির ভাগ মানুষই দারিদ্র সীমার মাঝে জীবন- যাপন করেন। এ কারনে এ ওয়ার্ডের উন্নয়ন হয়নি তেমন। রাস্তা ঘাট কিছুটা সচল হলেও ড্রেনেজ ব্যবস্থার রয়েছে যথেষ্ট নাজুক। সামান্য বৃষ্টির পানি

হলেই সড়ক,সহ এলাকার মানুষের বাড়ির উঠান পর্যন্ত ডুবে যাই। রোড লাইনের আলো নিয়ে সারা বছর চলে হাহাকার। সু-পেয় পানির রয়েছে অভাব। ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গায় পৌছায়নি আজও পানির লাইন।

এ ওয়ার্ডটির অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র হওয়ায় রয়েছে সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক চাহিদা। বিগত দিনে এ ওয়ার্ড থেকে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা ◌্এলাকার উন্নয়নে কাজ করেছেন বেশ। তারপরও রয়ে গেছে অনেক কাজ। আর এ সব কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করতে চান এ প্রার্থী।

সুব্রত কুমার কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম ডিগ্রী কলেজে লেখা পড়া করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি সংবাদপত্র পেশার সঙ্গে জড়িত। তিনি সাংবাদিকদের সংগঠন কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ক্লাবের সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। এ ছাড়া তিনি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহসভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ওয়ার্ডবাসীর আশীর্বাদ ও সমর্থন চেয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে সুজনের আত্মহত্যা নয়, করা হয় হত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সুজন হালদার (৩২) নামে এক লেবার শ্রমিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার জট খুলতে শুরু করেছে। আত্মহত্যা নয়! সুজনকে হত্যা করা হয়েছে এমন প্রমান মিলেছে ময়না তদন্ত রিপোর্টে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আক্তারুজামান লিটন। সুজনের স্বজনদের অভিযোগ স্ত্রীর পরকীয়ার কারনে সুজনকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

গেল (২৪ নভেম্বর) শনিবার সকালে শহরের সলেমানপুর পালপাড়া এলাকার একটি বাগানের আম গাছ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে সুজন আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করে কোটচাঁদপুর থানায় একটি (ইউ,ডি) অপমৃত্যুর মামলা

হয়।

কিন্তু বিষয়টি মানতে না পেরে সুজনের মা শ্রীমতি নয়ন হালদার বাদী হয়ে আদালতে ৪ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন। এদিকে গেল ১ ডিসেম্বর পুলিশের হাতে আসে ময়না তদন্ত রিপোর্ট। তদন্ত রিপোর্টে হত্যার প্রমান পায় পুলিশ। ওই দিনই হত্যা মামলা হয় থানায়। যার নম্বর-২,তারিখ-১-১২-২০২০। আটক করা হয় মামলার দুই আসামী সুজনের স্ত্রী রুপা হালদার ও রুপার ভাই মহাদেব হালদারকে। এ দুই আসামী আটকের পর বাকিরা গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

৮/৯বছর পূর্বে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি গ্রামের বুদো হালদারের ছেলে সুজন হালদারের সঙ্গে কোটচাঁদপুর শহরের সলেমানপুর পাল পাড়ার মৃত অর্জুন এর মেয়ে রুপার বিবাহ হয়। বিয়ের পর থেকে সে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর শ্বশুরবাড়ি হালদার পাড়ায় থাকত। প্রতিবেশি, সুবল হালদার ও সুমিত্রা হালদার জানান, বিয়ের পর থেকে তাদের মধ্যে বেশি একটা মিল ছিল না। যে কোন বিষয় নিয়ে গোলযোগ হত। কি কারনে তাকে হত্যা করা হয়েছে জানতে চাইলে বলেন,আমরা জানি সুজন আত্মহত্যা করেছে।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে এক প্রতিবেশি বলেন, রুপার পরকীয়া ছিল সুজনের মামাত ভাই অর্জুনের সঙ্গে। রুপা তাকে বিয়ে করতে ঘটনার ৭ দিন আগে ডির্ভোস করেন স্বামী সুজনকে। এ দিকে স্বজনদেরও অভিযোগ রুপার পরকীয়ায় জীবন দিতে হল সুজনকে।

এবিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আক্তারুজামান লিটন জানান, ময়না তদন্তে সুজনকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে রিপোর্টে পাওয়া গেছে। ফলে হত্যা মামলা হয়েছে থানায়। এতোমধ্যে মামলার দুই আসামীকে আটকও করা হয়েছে।

কি কারনে হত্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে প্রমাণ মিলেছে পারিবারিক কলহের। তবে পরকীয়া নিয়েও পারিবারিক কলহ হতে পারে। তদন্ত চলছে, শেষ হলে আরো বিস্তারিত জানা যাবে। সেই সাথে বাকি আসামীদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানায় পুলিশ।

বয়ানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাস্কর্য ভাঙচুর করে দুই মাদ্রাসাছাত্র

হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীমের বয়ানে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুই মাদ্রাসাছাত্র কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুর করে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

রবিবার বিকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের সম্মেলনকক্ষে পুলিশের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিফ্রিংয়ে এই তথ্য জানান খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. খন্দকার মুহিদ উদ্দীন।

ডিআইজি বলেন, ‘রাত ২টা ১৬ মিনিটে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত দুই মাদ্রাসাছাত্র পায়ে হেঁটে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যস্থলে আসেন। কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ওই ভাস্কর্যের গা ঘেঁষে থাকা মই বেয়ে উপরে ওঠেন। পিঠে থাকা ব্যাগ থেকে হাতুড়ি বের করে প্রথমে বঙ্গবন্ধুর হাতের উঁচু তর্জুনে আঘাত করেন। হাতুড়ির আঘাতে হাত ও পরে মুখের অংশে ভাঙচুর করেন। প্রায় নয় মিনিট পর একই মই দিয়ে নেমে পায়ে হেঁটে চলে যান তারা। পুলিশ ওই দুই মাদ্রাসাছাত্রসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।’

খন্দকার মুহিদ উদ্দীন বলেন, ‘বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে প্রথমে দুই ভাই মাদ্রাসাছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তারা ভিডিও দেখে ভাস্কর্য ভাঙা দুজনকে চিনতে পারেন। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ভারত সীমান্তের দৌলতপুরের ফিলিপনগর গোলাবাড়ি নামক নিজ গ্রাম থেকে শামছুল আলমের ছেলে সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ (২০) ও মিরপুর উপজেলার শিংপুর থেকে সমসের মৃধার ছেলে আবু বক্কর ওরফে মিঠুনকে (১৯) গ্রেপ্তার করে। এরা কুষ্টিয়া শহরের জুগিয়া পশ্চিমপাড়ার ইবনে মাসউদ মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র।’

পুলিশ কর্মকর্তা জানান, পরবর্তী সময়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, একই মাদ্রাসার দুই শিক্ষক তাদেরকে পালাতে ও সাহস জুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে শিক্ষক আল আমিন (২৭) ও

ইউসুফ আলীকে (২৬) গ্রেপ্তার করে।

আল আমিন মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে ও ইউসুফ আলী পাবনা জেলার আমিনপুর থানার দিয়াড় বামুন্দি গ্রামের আজিজুল মন্ডলের ছেলে।

সংবাদ সম্মেলনে ডিআইজি বলেন, ‘এই ঘটনায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এই ঘটনায় পুরো দেশ যেমন ব্যথিত হয়েছে আমরাও তাই। এর পেছনে কোনো লিংকেজ আছে কি না তা তদন্ত করে বের করা হবে। ইতিমধ্যে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।’

কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ব্যস্ততম পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ চলছে। একই বেদীতে বঙ্গবন্ধুর তিন ধরনের তিনটি ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া এই বেদীতে জাতীয় চার নেতার ভাস্কর্যও নির্মাণ করা হবে। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর একটি ভাস্কর্য স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির ডান হাত ও পুরো মুখমণ্ডল, বাঁ হাতের অংশ-বিশেষ ভেঙে ফেলে।

প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি সরকার রাজধানীর ধোলাইপাড়ে বঙ্গবন্ধুর একটি বড় ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু করে। তবে হেফাজতে ইসলামসহ ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন ভাস্কর্যকে মূর্তির সঙ্গে তুলনা করে এর প্রতিবাদ জানায়।

যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভাস্কর্য ও মূর্তি এক নয়। দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে ইসলামপন্থীদের বিরোধ চলছে। ধর্মীয় বক্তাদের অনেকেই ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্যও দিয়েছেন। তবে বেশি আলোচনায় এসেছেন মাওলানা মামুনুল হক ও মাওলানা ফয়জুল করীম।

ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে

বারাদি বাজারে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদরের বারাদি বাজারে কুষ্টিয়া স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় বারাদি বাজারে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বারাদী বাজারে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বেলাল হোসেন মানিক, জেলা ছাত্রলীগের সদস্য শফিকুর রহমান লিটন, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খোকন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিন, শ্রমিক লীগের সভাপতি আলতাব হোসেন, ওসিমউদ্দিন আরো উপস্থিত ছিলেন ইয়ামিন, সাইদ, হাসান, জুয়েল, আরজ, সিজার তৌহিদুল রিদয়, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেঘনার রুপের আগুনে ছাই ডজন প্রেমিক

মেহেরপুরে মেঘনা(২৪) নামের এক তরুনীর প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে নি:স্ব হয়েছে প্রায় ১২ জন যুবক। প্রেমের জালে জড়িয়ে তাদের সাথে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা। ইতো মধ্যে ২য় স্বামীর সাথেও ডিভোর্স হয়েছে মেঘনার। সেখান থেকেও নিয়েছে বেশ মোটা অংকের

টাকা।

সুরমিলা আক্তার মেঘনা মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া- খাসমহল গ্রামের জিল্লুর রহমানের মেয়ে। মেঘনার মায়ের সাথে বাবার বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের পর বাবা জিল্লুর রহমান অন্যত্র বসবাস করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বেশ কয়েকজন জানান, মেঘনার মায়ের এর আগে বিয়ে হয়েছে তিন জনের সাথে এবং মেঘনার হয়েছে দুইজনরে সাথে। মেঘনা বিভিন্ন সময় এলাকা ও এলাকার বাইরে বিভিন্ন জনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক করে তাদের ব্লাকমেইল করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের বাড়িতে অপরিচিতদের আনাগোনাও চলে ব্যাপক। এছাড়াও কোন ছেলেকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার জন্য কবিরাজের কাছে তাবিজ-কবজও করতো বলে অভিযোগ করেছে এলাবাসী।

ভুক্তগোী এক মাছ ব্যবসায়ী জানান, আমাকে তার প্রেমের ফাঁদে ফেলে ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। একটি এনজিও থেকে লোন তুলে তাকে টাকা দিয়েছি। আজও সেই লোনের কিস্তি দিতে হচ্ছে।

এছাড়াও ২০১৬ সালের ১১ অক্টোবর রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ এলাকার একটি বোডিং এ এক যুবকরে সাথে অনৈতিক কাজ করার সময় পুলিশের হাতে আটক হয়। এ বিষয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়। যার নাম্বার ৮২০/১৬।

এ বিষয়ে মেঘনার বাবা জিল্লুর রহমান জানান, আমি অনেক আগেই তাদের কাছ থেকে চলে এসেছি। মেঘনার এসব কর্মকান্ড আমি শুনেছি। তার মায়ের কারনেই এসব করছে সে। মেঘনা ও তার মা একদিকে আর গোটা গ্রামবাসী আরেক দিকে। মেঘনার মা ও তার বর্তমান স্বামী মিলেই মেঘনাকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। মেঘনার মায়ের কারনে অনেকেই তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস করে না।

কাথুলী ৬ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য খাসমহলের বাসিন্দা একরামুল হক এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন। আমি তাদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে পারবো না।

এ বিষয়ে মেঘনার সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মোবাইলটি বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

মেহেরপুর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট
ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন ও গণসংগীত পরিবেশন করেন মেহেরপুর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এর আহবায়ক ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, সদস্য সচিব নিশান সাবের, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। অপর দিকে পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ, জেলা সে¦চ্ছা সেবকলীগ, জেলা যুব মহিলালীগ জেলা তাঁতীলীগ ও জেলা ছাত্রলীগ। পরে প্রতিটি সংগঠন আলাদাভাবে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগ
জেলা যুবলীগের আয়োজনে সমাবেশে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ
জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে সমাবেশে বক্তব্য দেন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল আনাম বকুল, যুগ্ম-আহবায়ক মতিউর রহমান।

জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ

জেলা যুব মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বশিরা পলি, মুজিবনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, পৌর সভাপতি রোকসানা কামাল, শহর সাধারণ সম্পাদক মোমিনা খাতুন।

জেলা তাঁতী লীগ
জেলা তাঁতী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক নুর ইসলাম সুবাদ, সদস্য সচিব জুয়েল রানা, সদস্য আতিয়ার রহমান, তাঁতী লীগ নেতা টিটন।

জেলা ছাত্রলীগ
জেলা ছাত্রলীগের প্রতিবাদে সমাবেশে বক্তব্য দেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধান, সহ-সভাপতি শাহাজাহান আলী, তানভির আহমেদ, দুলাল মাহমুদ, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলাকার নাইম বাইজিদ, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একে কুতুব।

মেহেরপুরে বিকাশ কর্মীকে কুপিয়ে আড়াই লাখ টাকা ছিনতাই

মেহেরপুরে জুয়েল রানা (২৭) নামের এক বিকাশ কর্মীকে (ডিএসও) এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে তার কাছে থাকা আড়াই লাখ টাকা ছিনতাই করে নিয়েছে দূর্বত্তরা।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে সদর উপজেলার কোলার মোড় এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এসময় তার ব্যবহুত মোবাইল ফোনও লুট হয়।

আহত বিকাশ কর্মী জুয়েল রানা জানান, আমি সকালে নগদ সাড়ে ৩ লাখ টাকা নিয়ে অফিস থেকে বের হয়। পথিমধ্যে ৫টি এজেন্টের কাছে ৯৭ হাজার টাকা পেমেন্ট করি। এসময় কোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

সামনে পৌছালে আমার ব্যক্তিগত ০১৭০১-১২২৪৬৯ এই নম্বরে একজন ফোন দিয়ে টাকা নেওয়ার জন্য সেখানেই দাড়াতে বলে। আমি সেখানে দাড়িয়ে অপেক্ষা করি। এসময় ৫জন লোক রামদা ও রড দিয়ে আমার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এসময় আমার কাছে থাকা বাকি ২ লাখ ৫৩ হাজার টাকা এবং আমার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনটি তারা লুট করে পালিয়ে যায়। এসময় আমার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সউদ কবির মালিক জানান, তার মাথায় ৫টি ও দুই হাতে কোপানো হয়েছে। তার মাথায় গভির ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সিটি স্ক্যান ছাড়া অবস্থা বোঝা যাবে না। তাকে অন্যত্র রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে কারা এ ধরণের হামলা চালিয়েছে তা খুব শিঘ্রই বের করা সম্ভব হবে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মহান বিজয় দিবস পালনে মুজিবনগরে আওয়ামীলীগের প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিমিত পরিসরে পালন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের প্রস্তুতি সভা অনু্ষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে রবিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে কেদারগন্জ বাজারে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে এ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়।
বাগোয়ান ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ফিতাজ মল্লিক এর সভাপতিত্বে এবং ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন বাগোয়ান ইউপি আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, ইউপি সদস্য সোহরাব উদ্দীন,কাজী কোমরউদ্দীন সেলিম।

উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসান জাহাঙ্গীর, সাধারণ সম্পাদক লাভলু মিয়া, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম ঝুটিকা, সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক দানিয়েল মোল্লা, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুবক্কর সম্পাদক রাহাতুল্লাহ, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম,সম্পাদক কামাল হোসেন সহ বাগোয়ান ইউনিয়ন সকল ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীবৃন্দ।

অনু্ষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন করোনা কালিন সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে যার যার অবস্থানে থেকে মহান বিজয় দিবস পালন করতে হবে।

মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের উদ্যোগে মুজিবনগর মুক্ত দিবস পালন

রবিবার ৬ ই ডিসেম্বর মুজিবনগর মুক্ত দিবস ১৯৭১ সালে এই দিনে মেহেরপুর মুজিবনগর পাক হানাদার মুক্ত হয়।এই দিনটি কে স্বরণ করতে মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট র্র্যালী, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেছে।

এ উপলক্ষে ৬ ডিসেম্বর রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বজারস্হ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কমপ্লেক্স ভবনেরর সামনে থেকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের

নেতৃত্বে একটি র্র্যালী বের করা হয়।

র্র্যালীটি কেদারগঞ্জ মোড় প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতি কমপ্লেক্সের সামনে এসে তা শেষ হয় এবং সেখানে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

পরে মুজিবনগর উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে স্মৃতি কমপ্লেক্স ভবনের ভেতর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার প্রতিনিধি এস আই আরিফ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, লুৎফর রহমান সহ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগণ উপস্থিত ছিলেন।